সাধন

ধাম, লীলা, পরিকর—মায়াতীত। জীবচিত্ত মায়ামলিন। ভগবৎ-সান্নিধ্য এবং তৎপরিকররূপে ভগবৎ-সেবালাভরূপ সাধ্য-বস্তুটী পাওয়ার উপায় কি ? ভগবান্ মায়াতীত বস্তু ; তাঁহার ধাম, লীলা, লীলা-পরিকর, সমস্তই মায়াতীত বস্তু। এ সমস্ত যে স্থানে আছে, সেই স্থানে যাওয়ার অধিকার মায়ার নাই, মায়ার সংশ্রবযুক্ত বস্তুরও নাই। জীব স্বরূপে চিদ্‌বস্তু হইলেও মায়ার কবলে পতিত হইয়া মায়িক দেহাদিকে অঙ্গীকার করিয়াছে। মায়ার সংশ্রবে তাহার চিত্তে ভুক্তি-বাসনাদি যে সমস্ত মলিনতার আবরণ পড়িয়াছে, তাহার ফলে জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনাও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে তাহার চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইবে না, সুতরাং স্বরূপানুবন্ধিনী-শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনাও তাহার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হইবে না এবং সেবা-প্রাপ্তির অনুকূল অবস্থাও তাহার লাভ হইবে না

ভগবানের করুণা। সাধন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মায়া ঈশ্বর-শক্তি, সুতরাং জীব তাহাকে অপসারিত করিতে সমর্থ নয়। যিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েন, ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহাকেই মায়ামুক্ত করিয়া দেন। পরম-করুণ ভগবান্ সকলকেই সমানভাবে কৃপা করিতে—সকলকেই তিনি স্বচরণে শরণ দিতে উৎসুক ; কারণ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব।" কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত সেই কৃপা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহার কৃপা বিতরিত হইতেছে। যোগ্যতা-অনুসারেই জীব-হৃদয় তাহা গ্রহণ করে। তাঁহার এই কৃপা-গ্রহণের যোগ্যতা-লাভের উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে ; এই উপায় অবলম্বন করিলেই ভগবৎকৃপায় জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য এবং ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিতে পারে এবং ভগবৎ-সেবাদ্বারা কৃতার্থ হইতে পারে। ঐ সমস্ত শাস্ত্রবিহিত উপায়ই হইল জীবের সাধন।

বিভিন্ন সাধনপন্থা। ভগবদুপলব্ধির অনুকূল যে সমস্ত সাধন শাস্ত্রে বিহিত আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে কোনও সাধনেই যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব নহে। সকল অবস্থাতেই সাধক তাঁহার ভাবানুকূল উপলব্ধিই লাভ করিয়া থাকেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা ৪।১১।"

জ্ঞানমার্গ। ভক্তির অপেক্ষা। জ্ঞানমার্গের সাধক নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মের উপাসনা করেন ; তিনি মনে করেন, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ ; তাঁহার সাধনও তদনুরূপ ; ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তির (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই) তাঁহার কাম্য। ভক্তিশাস্ত্র বলেন—জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁহার অভীষ্ট সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত মায়া অপসারিত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া মায়াকে ব্রহ্ম অপসারিত করিতে পারেন না ; তদনুরূপ করুণা-বিকাশও তাঁহাতে নাই। তাই, জ্ঞানমার্গের সাধককে ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের আরাধনা করিয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে—তিনি যেন সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া মায়ার কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন ; আর তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাধকের সাযুজ্য ঘটাইয়া দেন। এইরূপে শ্রীনারায়ণাদি কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাসনাতেই ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ; ইহা যিনি না করিবেন, তিনি সাযুজ্য পাইবেন না, তাঁহার চেষ্টা "স্থূলতুষাবঘাতীর" চেষ্টার ন্যায় কেবল বৃথা-পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হইবে। ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের অভিমত।

এস্থলে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা একটী পারিভাষিক শব্দ ; নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধকের সাধনকেই এই জ্ঞান-শব্দে অভিহিত করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ আছে—তৎ-পদার্থের জ্ঞান বা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, ত্বং-পদার্থের জ্ঞান বা জীব-স্বরূপের জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। পারিভাষিক জ্ঞান-শব্দে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-

জ্ঞানকে বুঝায়; ইহাতে সেব্য-সেবকত্বের ভাব নাই বলিয়া ইহা ভক্তিবিরোধী। সাধারণ অর্থে জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গ ভক্তিবিরোধী নহে। বস্তুতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান বলিতে—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, জীবতত্ত্ব-জ্ঞান এবং উভয়ের সম্বন্ধের জ্ঞানকেই বুঝায়। ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলেই সম্বন্ধের জ্ঞান আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান। কিন্তু ভগবান্‌কে জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি। তাই ভক্তি এবং বিশুদ্ধ-জ্ঞানে বাস্তবিক পার্থক্য কিছু নাই।

সাযুজ্যে ব্রহ্মতাদাত্ম্য। ভগবৎ-কৃপায় যিনি সাযুজ্য লাভ করেন, তিনিও বস্তুতঃ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান না—এক হইতে পারেনও না; কারণ, এক হইয়া যাওয়ার অর্থ—নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলা। জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব নিত্য; মোক্ষলাভের পরেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং সাযুজ্যমুক্তিতে জীব নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারায় না। অগ্নি-রশিতে নিক্ষিপ্ত লৌহ যেমন অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে; তদ্রূপ সাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবও ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে; অগ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত লৌহ অগ্নির মধ্যে থাকিয়াও যেমন স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবও ব্রহ্মের মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় পৃথক্ সত্ত্বা রক্ষা করে; ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত। জ্ঞানমার্গের প্রধান আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের—"মুক্তা অপি লীলায়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"—এই বাসনাভাষ্যোক্তিও উক্ত মতেরই সমর্থন করে। যাহা হউক, ব্রহ্মতাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে ব্রহ্মের কোনওরূপ সেবার অবকাশ নাই, সুতরাং ভগবৎ-সেবাজনিত আনন্দোপলব্ধিও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; তথাপি, স্বীয় স্বাভাবিকী আনন্দাস্বাদন-স্পৃহাবশতঃ ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত জীবও ব্রহ্মের স্বরূপানন্দ আস্বাদন করিয়া আনন্দী হইতে পারেন। কিন্তু ইহা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবের অভীষ্ট নহে; কারণ, ইহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবা নাই; বিশেষতঃ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান ভক্তির প্রাণ সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের প্রতিকূল।

যোগমার্গ। যোগমার্গের সাধকের উপাস্য—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। সাধক পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ কামনা করেন। যোগমার্গেও ভক্তির আনুকূল্য অপরিহার্য্য। ভক্তির কৃপায়ই যোগমার্গের সাধক স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন; কিন্তু পরমাত্মার লীলা বা লীলাপরিকর নাই বলিয়া লীলাপরিকরের আনুগত্যে লীলাময় ভগবৎ-স্বরূপের সেবা যোগমার্গের সাধকের পক্ষে অসম্ভব; তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত ভক্ত ইহাও কামনা করেন না।

ভক্তিমার্গ। লীলাময় ভগবানের সম্যক্ সেবা পাওয়া যায়—একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধনে। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য। শ্রীভা ১১।১৪।২১।" শ্রুতিও বলেন "ভক্তিরস্য ভজনম্। গোঃ তাঃ। ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী। মাঠর শ্রুতি।"

অন্যান্য সাধনমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব দুইদিক দিয়া লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, ভগদুপলব্ধি-প্রাপকত্বের দিক্ দিয়া, দ্বিতীয়তঃ নিশ্চিততার দিক্ দিয়া। (অভিধেয়-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞান-যোগ-মার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গেই ভগবদুপলব্ধির উৎকর্ষ; কারণ, ভগবান ভক্তির বশ, তাই তিনি ভক্তের নিকটেই আত্মদান করিয়া থাকেন; তাই ভক্তই তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। ভগবান্ জ্ঞান-যোগাদির বশীভূত নহেন বলিয়া জ্ঞানী বা যোগী তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন না।

ভক্তির অনন্যাপেক্ষত্ব। জ্ঞান-যোগাদি-সাধনমার্গ ভক্তির অপেক্ষা রাখে; ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত তাহারা স্ব-স্ব ফল দান করিতে পারেনা। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান। ২।২২।১৪" কিন্তু ভক্তি-রাণী কাহারও অপেক্ষা রাখেন না—তিনি স্বতন্ত্রা এবং প্রবলা। ভক্তি স্বীয় ফল তো দিতে পারেনই, অধিকন্তু ভক্ত ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে জ্ঞানযোগাদির ফলও অনায়াসে দিতে পারেন। (অভিধেয়-তত্ত্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তি সর্ব্বসাধন-গরীয়সী। যাহা অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে শাস্ত্রে বিহিত, যাহা সার্ব্বত্রিক এবং সদাতন—সাধন-রাজ্যে তাহাই ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত পন্থা। জ্ঞান-যোগাদি ব্যতিরেক-মুখে বিহিত নহে, সার্ব্বত্রিক ও

সদাতনও নহে—অর্থাৎ জ্ঞান-যোগাদি ব্যতীত যে ভগবদুপলব্ধি হইতে পারেনা, এমন কথা শাস্ত্র বলেন না; জ্ঞান-যোগাদির দেশকাল-দশা-পাত্রাদির বিচারও আছে। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধে অন্য কথা। শাস্ত্রে অন্বয়-মুখে ও ব্যতিরেক-মুখে ভক্তির বিধি দেখিতে পাওয়া যায়; ভক্তিমার্গে দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচারও নাই। "সর্ব্বদেশ কাল-পাত্র-দশাতে ব্যাপ্তি যার।" সুতরাং ভক্তিই নিশ্চিত সাধন-পন্থা। সর্ব্ববিষয়েই ভক্তি সর্ব্ব-সাধন-গরীয়সী।

সাধনভক্তির তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুকূল যে সাধন-ভক্তি, তাহার লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ ভ, র, সি ১৷১৷৯॥" শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল ভাবে কায়-মনোবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি অনুশীলনই ভক্তি; ইহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা না থাকে এবং ইহা যদি জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত না হয়—অর্থাৎ যদি এইরূপ অনুশীলনে মোক্ষ-বাসনাদি না থাকে এবং ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগাদির বাসনা না থাকে, তাহা হইলে ঐ আনুকূল্যময় অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলে। গোপাল-তাপনীশ্রুতিও ঐ কথাই বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনম্; ইহামূত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্ এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥ পূঃ ১৫॥"

বৈধী ভক্তি। যাহা হউক, যাঁহারা ভগবদ্-ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ—যাঁহারা কেবল শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে ভজনে প্রবৃত্ত হন। "ভগবান্ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, জীবের পাপ-পুণ্যের ফলদাতা। আমি যদি ভজন না করি, তাহা হইলে পরকালে হয়তো আমাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ কতিতে হইবে।" ইত্যাদি বিবেচনা করিয়াও অনেক লোক ভজনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাও যদি ভক্তি-পথের অনুসরণ করেন, তবে ইঁহাদের সাধন-ভক্তিকে বলা হয় বৈধী ভক্তি। শাস্ত্র-শাসনের ভয়ই ইহার প্রবর্ত্তক। ইহাতে জীব-ঈশ্বরের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের কথা সাধকের চিত্তে জাগরূক থাকিলেও ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে; কারণ, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ভয়েই—ঐশ্বর্য্যাত্মক-শাসনের ভয়েই সাধকের ভজনে প্রবৃত্তি। সুতরাং বৈধীমার্গের ভজনে সিদ্ধ হইলে সাধক ভগবানের ঐশ্বর্য্যাত্মক-স্বরূপের সেবাই প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা।" বিধিমার্গে—ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না—"বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।" কারণ, ব্রজভাব শুদ্ধ-মাধুর্য্যাত্মক, ইহাতে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য নাই।

রাগানুগা ভক্তি। দ্বিতীয়তঃ—যাঁহারা ইহকালের বা পরকালের কথা ভাবিয়া, শাস্ত্র-শাসনের তীব্রতার কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে ভজনে প্রবৃত্ত হন না—পরন্তু, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার সেবা-যোগ্যতা লাভের উদ্দেশ্যে ভজনে প্রবৃত হয়েন। শাস্ত্র-শাসনের ভয়—সুতরাং ভগবানের ঐশ্বর্য্য-ভীতি—এই ভজনের প্রবর্ত্তক নহে; পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার লোভ—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আকর্ষণ—এইরূপ ভজনের প্রবর্ত্তক। ইহাকে বলে রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা-ভক্তি-মার্গের সাধক শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করেন; তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-ভাব স্থান পায় না, শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যই তাঁহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। সুতরাং শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়-স্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাই রাগানুগা-ভক্তি-সাধকের কাম্য।

বাহ্যিক অনুষ্ঠানে বৈধী ও রাগানুগায় বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই—পার্থক্য কেবল সাধকের মনের ভাবে। বৈধী ভক্তির প্রবর্ত্তক শাস্ত্র-শাসনের ভয়; আর রাগানুগার প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-সেবার লোভ। যেমন পাচক-ঠাকুরের রান্না এবং মা বা পত্নীর রান্না। উভয়ের অনুষ্ঠানই এক—রান্না। কিন্তু পাচক-ঠাকুর ভাল রান্না করে—চাকুরী বজায় রাখার জন্য; প্রভুর প্রীতি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ইহা বিধিমার্গের অনুরূপ। মা বা স্ত্রী ভাল রান্না করেন—সন্তান বা স্বামীর তৃপ্তির জন্য; ইহা তাঁহাদের চাকুরী নহে, প্রীতির কার্য্য। চাকুরী যাওয়ার ভয় তাঁদের নাই। ইহা রাগানুগার অনুরূপ। বিধিমার্গের সাধক একাদশী-ব্রত করেন—না করিলে নরকে গমন হইবে বলিয়া। রাগমার্গের সাধক একাদশী-ব্রত করেন—করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হইবেন বলিয়া। উভয়েই একাদশী করিলেও তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে।